بنغالي
BENGALI

হজ্জ, ওমরাহ

ও যিয়ারতে মদীনা

صفة الحج والعمرة والزيارة

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالجبيل
JUBAIL DA'WAH & GUIDANCE CENTER
هاتف: ٣٦٢٥٥٠٠ ٠٣ فاكس: ٣٦٢٦٦٠٠ ٠٣ ص.ب. ١٥٨٠ الرمز البريدي: ٣١٩٥١
الموقع الرسمي: jubaildawah.org البريد الإلكتروني: info@jubaildawah.org

www.alislaah.com

উমরাহ, হজ্জ ও যিয়ারতে মদীনা

সংকলনেঃ

আবদুল্লাহ শাহেদ আল-মাদানী

লিসান্সঃ মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, এম, এম, ফাস্ট ক্লাশ

সম্পাদনাঃ জাহিদুল ইসলাম

লিসান্সঃ মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, এম, এম, ফাস্ট ক্লাশ

صفة الحج والعمرة والزيارة

إعداد:

محمد عبد الله شاهد

المراجعة: محمد جاهد الإسلام

জুবাইল দা'ওয়া এন্ড গাইডেন্স সেন্টার, সউদী আরব

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالجبيل

www.alislaah.com

بسم الله الرحمن الرحيم

সূচীপত্র

الفهارس

বিষয়ঃ	পৃষ্ঠা
ভূমিকা	
হজ্জ ও উমরাহর ফজীলত	
বইটিতে যে বিষয়গুলো স্থান পেয়েছে	
সফরের বিধান ও আদব	
নামায ও পবিত্রতা অর্জন সংক্রান্ত বিষয়াদিঃ	
নামায কসর করা সংক্রান্ত বিষয়াদিঃ	
দুই নামায একত্র করে আদায় সংক্রান্ত বিষয়াদিঃ	
মুসাফির কি নফল নামায পড়তে পারবে?	
ফজরের সুন্নাত নামায সম্পর্কে যা বর্ণিত হয়েছে	
একাকী ভ্রমণ করা ঠিক নয়	
মহিলাদের একাকী ভ্রমণ নিষিদ্ধ	
উমরাহর সংক্ষিপ্ত নিয়মাবলী	
তালবীয়ার শব্দ ও উচ্চারণ	
ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ কাজ সমূহ	
ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ কাজে লিপ্ত ব্যক্তির বিধান	

ইহরাম অবস্থায় স্ত্রীর সাথে সহবাস করলে	
মহিলাদের জন্য যা নিষিদ্ধ	
হজ্জ ও উমরাহ অবস্থায় কতিপয় ভুল-ত্রুটি	
হজ্জের বিধান ও নিয়মাবলী	
হজ্জ ফরজ হওয়ার শর্তাবলী	
হজ্জ ও উমরাহকারী কোথা হতে ইহরাম বাঁধবে?	
যারা মক্কার ভিতরে থাকে তাদের মীকাত	
ইহরাম ব্যতীত মক্কাতে প্রবেশ	
হজ্জের প্রকারভেদ	
কোনটি উত্তম?	
তামাত্তু হজ্জের ধারাবাহিক বিবরণ	
হজ্জের কাজসমূহ	
বিদায়ী তাওয়াফ	
জ্ঞাতব্য	
মদীনা ও মসজিদে নববী যিয়ারত	

ভূমিকা

প্রশংসা মাত্রই আল্লাহর জন্য, যিনি বিশ্বজাহানের প্রতিপালক। দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, তাঁর পরিবার এবং তাঁর সকল সাহাবীর উপর।

অতঃপর বিশুদ্ধভাবে উমরাহহ, হজ্জ ও মদীনা যিয়ারতের নিয়মাবলী সম্পর্কে এই সংক্ষিপ্ত পুস্তিকাটি বাংলাভাষী মুসলিম ভাই-বোনদের সামনে পেশ করছি। সাথে সাথে মহান আল্লাহর কাছে কামনা করছি যে, তিনি যেন আমাদের সকলকে বিশুদ্ধভাবে হজ্জ এবং উমরাহ পালন ও মদীনা যিয়ারত করার তাওফীক দান করেন এবং সকলের নেক আমল তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য কবূল করেন।

আব্দুল্লাহ শাহেদ আল-মাদানী
ই-মেইলঃ ashahed1975@gmaial.com

হজ্জ ও উমরাহর ফজীলতঃ

উমরাহহ ও হজ্জ ইসলামের অন্যতম একটি মৌলিক এবাদত। সামর্থবান মুসলমানের উপর জীবনে একবার হজ্জ ও উমরাহহ পালন করা ফরজ। এ দু'টি এবাদতের রয়েছে বিরাট ফজীলত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ

مَنْ أَتَى هَذَا الْبَيْتَ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَمَا وَلَدَتْهُ أُمُّهُ

"যে ব্যক্তি হজ্জ বা উমরাহহ পালন করল এবং তা পালন করা অবস্থায় কোন প্রকার অশ্লীল ও পাপের কাজে লিপ্ত হল না, সে এমন নিষ্পাপ অবস্থায় ফেরত আসল যেমন নিষ্পাপ অবস্থায় সে তার মায়ের পেট থেকে ভূমিষ্ঠ হয়েছিল।[১] তিনি আরও বলেনঃ

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ

الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ

"উমরাহর ছাওয়াব এত বেশী যে, তা এক উমরাহহ থেকে আরেক উমরাহহ পর্যন্ত সময়ের মাঝখানে কৃত গুনাহ্-এর কাফ্ফারা স্বরূপ এবং কবুল হজ্জের একমাত্র বিনিময় হল জান্নাত।[২]

বইটিতে যে বিষয়গুলো স্থান পেয়েছেঃ

সুতরাং যেহেতু হজ্জের এত ফজীলত, তাই প্রতিটি মুমিন

1 - বুখারী।

2 - মুসলিম।

ব্যক্তিই জীবনে একবার হলেও অধিক আগ্রহে অপেক্ষা করতে থাকে এই মহান এবাদতটি পালন করার জন্য। আর হজ্জ, যেহেতু জীবনে মাত্র একবার ফরজ, তাই হজ্জ করার পূর্বে ভালভাবে প্রয়োজনীয় জ্ঞানার্জন করা অত্যন্ত জরুরী। তাছাড়া হজ্জের মাসআলাগুলো অন্যান্য এবাদতের তুলনায় একটু কঠিনও বটে। তাই অতি সহজ ও সংক্ষিপ্তভাবে নিম্নলিখিত বিষয়গুলোকে সামনে রেখে অত্র পুস্তিকাটি রচনা করার চেষ্টা করছিঃ

১) সফরের আদব ও বিধান
২) উমরাহর সংক্ষিপ্ত নিয়মাবলী
৩) হজ্জের বিধান ও নিয়মাবলী
৪) হজ্জ ও উমরাহকারী কোথা থেকে ইহরাম বাঁধবে?
৫) হজ্জের প্রকারভেদ
৬) তামাত্তো হজ্জের সংক্ষিপ্ত বিবরণ
৭) বিদায়ী তাওয়াফ
৮) ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ কাজসমূহ
৯) অবস্থায় নিষিদ্ধ কাজে লিপ্ত হলে কি করবে?
১০) মদীনা ও মসজিদে নববী যিয়ারত।

সফরের বিধান ও আদবঃ

হজ্জ ও উমরাহহ করতে হলে যেহেতু সফর করা জরুরী, তাই আমরা প্রথমে হজ্জের সফরের কতিপয় নিয়ম-কানুনের বিবরণ পেশ করব।

ক) নামায ও পবিত্রতা অর্জন সংক্রান্ত বিষয়াদিঃ

মুসাফির সফর অবস্থায় যদি পানি সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়, তাহলে সে অযু ও গোসলে পানি ব্যবহার করবে। পানি না পেলে পবিত্র মাটি দিয়ে তায়াম্মুম করবে। তায়াম্মুমের পদ্ধতি হল, পবিত্র মাটিতে দু'হাত মেরে ফুঁ দিয়ে হাত পরিস্কার করে প্রথমে মুখমন্ডল ও পরে দু'হাতের কব্জি পর্যন্ত মাসেহ করবে। এভাবে পবিত্রতা অর্জন করার পর অযু ভঙ্গের কোন কারণ অথবা পানি পাওয়া যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত পবিত্রতা বজায় থাকবে।

সুতরাং কেউ যদি যোহরের নামাযের জন্য তায়াম্মুম করে এবং আসরের নামাযের সময় পর্যন্ত যদি পবিত্র অবস্থায় থাকে অর্থাৎ অযু ভঙ্গের কারণ না পাওয়া যায়, তাহলে সে নতুনভাবে তায়াম্মুম না করেই আসরের নামায পড়তে পারবে। এমনিভাবে মাগরিব এবং ঈশা পর্যন্তও যদি অবশিষ্ট থাকে তথাপিও নতুনভাবে তায়াম্মুম না করেই উক্ত নামাযদ্বয় আদায় করতে পারবে। মুসাফির যদি এমন অপবিত্র হয়, যাতে গোসল আবশ্যক এবং পানি না পেয়ে যদি তায়াম্মুম করে, তাতেই যথেষ্ট হবে। তবে এ ক্ষেত্রে যদি পরবর্তীতে পানি পাওয়া যায়, তবে গোসল আবশ্যক হবে। এমনিভাবে পেশাব-পায়খানা করার পর পানি না পেয়ে তায়াম্মুম করার পর পানি পেলে অযু আবশ্যক হবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ দশ বছর পর্যন্তও যদি পানি না পাওয়া যায়, মুসলিম ব্যক্তি পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করবে। অতঃপর পানি পাওয়ার সাথে সাথে তা

ব্যবহার করবে।[১]

মুসাফির ব্যক্তি তিনদিন তিনরাত পর্যন্ত অযু করার সময় পায়ের মোজা না খুলে তার উপর মাসেহ করতে পারবে।

খ) নামায কসর করা সংক্রান্ত বিষয়াদিঃ

মুসাফির সফর অবস্থায় চার রাকআত বিশিষ্ট নামায কসর করে দু'রাকআত করে আদায় করবে। আপন ঘর হতে বের হওয়ার পর থেকে কসর শুরু করে ফেরত আসার পূর্ব পর্যন্ত কসর করবে। সফর দীর্ঘ সময়ের জন্য হোক কিংবা অল্প সময়ের জন্য। সহীহ বুখারীতে আনাস বিন মালেক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, বিদায় হজ্জের বছর আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাথে মক্কার উদ্দেশ্যে বের হলাম। মদীনায় ফেরত আসার পূর্ব পর্যন্ত এই সফরে তিনি চার রাকআত বিশিষ্ট নামাযগুলো দু'রাকআত করে আদায় করতেন। আনাস (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করা হল, মক্কাতে আপনারা কতদিন অবস্থান করেছিলেন? আনাস (রাঃ) বলেন, আমরা তথায় দশদিন অবস্থান করেছিলাম।[২] আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, বাড়ীতে থাকাবস্থায় কিংবা সফরাবস্থায় নামায প্রথমে দু'রাকআত দু'রাকআত করে ফরজ করা হয়েছে। পরবর্তীতে

---

[1] - আহমাদ, ৫/১৫৫, ১৮০, তিরমিজী, কিতাবুত্ তাহারাত, অনুচ্ছেদঃ পানি না পাওয়ার কারণে অপবিত্র ব্যক্তির তায়াম্মুম, হাদীছ নং- ১২৪

[2] - বুখারী, অধ্যায়ঃ কসর নামায প্রসঙ্গে, হাদীছ নং- ১০৮০।

সফরাবস্থায় নামায দু'রাকআতই রয়ে গেছে এবং ঘরে অবস্থানকালে আরো দু'রাকআত বাড়িয়ে দেয়া হয়েছে।[১]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সফর অবস্থায় কখনই পূর্ণ নামায আদায় করেন নি। এ জন্যই অনেক আলেম সফর অবস্থায় কসর করাকে ওয়াজিব বলেছেন। সহীহ বুখারীতে আব্দুর রাহমান বিন যায়েদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমাদেরকে সাথে নিয়ে আলী (রাঃ) মিনাতে চার রাকআত নামায পড়লেন। আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ)কে এ ব্যাপারে বলা হলে তিনি ইন্নালিল্লাহ পাঠ করলেন। অতঃপর তিনি বললেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাথে মিনাতে দু'রাকআত নামায পড়েছি, আবু বকর এবং উমার (রাঃ)এর সাথেও দু'রাকআতই পড়েছি। চার রাকাতের স্থানে যদি দু'রাকআত আল্লাহর দরবারে কবূল হত, তাহলে তাই আমার জন্য খুবই ভাল হত।[২]

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) আলী (রাঃ)-এর পূর্ণ নামায আদায়কে একটি মুসীবত মনে করেছেন এবং বর্ণনা করেছেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, আবু বকর এবং উমার (রাঃ) মিনাতে কসর করেছেন। উছমান (রাঃ) তাঁর খেলাফতের প্রথম ছয় বা আট বছর কসর করেছেন। অতঃপর

---

1 - বুখারী, নামায অধ্যায়, হাদীছ নং- ৩৫০।

2 - বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুত্ তাফসীর, অনুচ্ছেদঃ মিনাতে নামায, হাদীছ নং- ১০৮৪।

www.alislaah.com

তিনি নামায পূর্ণ করতেন। সহীহ মুসলিম শরীফে ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবু বকর, উমার এবং উছমান (রাঃ) তাঁর খেলাফতের প্রথম আট বা ছয় বছর পর্যন্ত কসর করেন। অতঃপর তিনি মনে করতেন যে, তিনি হলেন মুসলিম বিশ্বের খলীফা। তাই সমস্ত অঞ্চলই তাঁর বাড়ি। এ কারণেই তিনি নামায পূর্ণ করতেন।

তবে মুসাফির যদি ইমামের পিছনে নামায আদায় করে, তাহলে পূর্ণ নামায পড়তে হবে। সহীহ মুসলিম শরীফে মূসা বিন সালামাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি ইবনে আব্বাস (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করেছি, মক্কাতে অবস্থানকালে যদি আমি একা নামায আদায় করি, তখন আমি কিভাবে নামায আদায় করব? ইবনে আব্বাস (রাঃ) বললেনঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সুন্নাত হল দু'রাকআত করে আদায় করা।[১]

ইবনে উমার (রাঃ) যখন ইমামের সাথে নামায পড়তেন, তখন চার রাকআত পড়তেন এবং যখন একা পড়তেন, তখন দু'রাকআত পড়তেন। ইমামের সাথে সম্পূর্ণ নামায ধরতে পারা বা নাপারার মাঝে কোন পার্থক্য নেই। সকল অবস্থাতেই তাকে পূর্ণ নামায পড়তে হবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

---

[1] - মুসলিম, অধ্যায়ঃ মুসাফিরের নামায, হাদীছ নং- ৬৮৮।

বলেনঃ ইমামের সাথে তোমরা নামাযের যেটুকু পাও তা পড়। আর যেটুকু ছুটে যাবে, সেটুকু পরবর্তীতে পূর্ণ করে নাও।[১]

গ) দুই নামায একত্র করে আদায় সংক্রান্ত বিষয়াদিঃ

মুসাফিরের জন্য যোহর ও আসর একত্র করে এবং মাগরিব ও ইশা একত্রে আদায় করাও সুন্নাত। তবে রাস্তায় চলা অবস্থায় এমন করা সুন্নাত। কিন্তু গন্তব্য স্থলে পৌঁছে গেলে দুই নামায একত্র করা বৈধ নয়। বুখারী শরীফে ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সফর অবস্থায়, যোহর-আসর এবং মাগরিব-ইশা একত্রে পড়তেন।[২]

গন্তব্যস্থলে পৌঁছে যদি যোহর-আসর একত্রে এবং মাগরিব-ঈশা একত্রে পড়ে তাও জায়েয আছে। বিশেষ করে যখন এ রকম করার প্রয়োজন দেখা দেয়। যেমন কোন কাজে ব্যস্ত থাকা অথবা অতিরিক্ত বিশ্রাম গ্রহণ করার প্রয়োজন ইত্যাদি। বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কার আবতাহ নামক স্থানে অবস্থানকালে তাঁবু থেকে দুপুর বেলা বের হলেন। অতঃপর অযু করে যোহর ও আসরের নামায কসর করে একসাথে আদায় করলেন।[৩]

মুসলিম শরীফে সাঈদ বিন যুবাইর ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

---

1 - বুখারী, অধ্যায়ঃ আযান, হাদীছ নং- ৬৩৫।

2 - বুখারী, অধ্যায়ঃ কসর নামায, হাদীছ নং- ১১০৭।

3 - বুখারী, অধ্যায়ঃ অযু, হাদীছ নং- ১৮৭।

তাবূক যুদ্ধে যোহর-আসর এবং মাগরিব-ইশা একত্রে আদায় করেছেন। সাঈদ বলেনঃ আমি ইবনে আব্বাসকে জিজ্ঞাসা করলামঃ কেন তিনি এমন করেছেন? উত্তরে তিনি বললেন, উম্মতের উপর যাতে কঠিন না হয়, এ জন্য তিনি এরকম করেছেন। মুসলিম শরীফে মুআয বিন জাবাল (রাঃ) হতেও এমন বর্ণনা রয়েছে।

ঘ) মুসাফির কি নফল নামায পড়তে পারবে?

মুসাফিরের জন্য রাতের (নফল) নামায, বিত্‌র নামায, চাশতের নামায, তাহিয়্যাতুল মাসজিদ, চন্দ্র গ্রহণ বা সূর্য গ্রহণের নামায পড়া বৈধ। সহীহ বুখারীতে আব্দুল্লাহ বিন আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন সফরে দ্রুত চলার ইচ্ছা পোষণ করতেন তখন মাগরিবের নামাযকে ইশার সাথে মিলিয়ে পড়তেন। প্রথমে মাগরিবের নামায তিন রাকআত আদায় করার পর সামান্য দেরী করার পরই কসর করে ইশার নামায দু'রাকআত আদায় করতেন। ইশার পর কোন সুন্নাত নামায আদায় করতেন না। তবে রাতের নামায তথা তাহাজ্জুদের নামায আদায় করতেন।[১]

বুখারী ও মুসলিম শরীফে সাঈদ বিন ইয়াসার (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ইবনে উমার (রাঃ)-এর সাথে মক্কার পথে চলছিলাম। সকাল হয়ে যাওয়ার ভয়ে আমি রাস্তার পাশে

[1] - বুখারী, অধ্যায়ঃ কসর নামায, হাদীছ নং- ১০৯১।

নেমে বিত্‌র নামায আদায় করলাম। অতঃপর তার সাথে মিলিত হলে তিনি জিজ্ঞাসা করলেনঃ তুমি কোথায় ছিলে? আমি ঘটনা খুলে বললাম। তিনি বললেন, তোমার জন্য কি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আদর্শ নন? আমি বললামঃ হ্যাঁ, অবশ্যই। তিনি বললেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিতরের নামায উটের উপরে থাকা অবস্থাতেই পড়তেন।[১] তিনি বলেনঃ

إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس

"তোমাদের কেউ যখন মসজিদে প্রবেশ করবে সে যেন বসার আগে অবশ্যই দু'রাকআত নামায আদায় করে নেয়।[২] তিনি আরও বলেনঃ

إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ ، لاَ يَنْخَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَـــدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَادْعُوا اللَّهَ وَكَبِّرُوا ، وَصَلُّوا وَتَصَدَّقُوا »

"চন্দ্র এবং সূর্য আল্লাহর নিদর্শন সমূহের অন্যতম নিদর্শন। এ দু'টি কারও মৃত্যু বা জন্মের কারণে আলো বিহীন হয় না। তোমরা যখন চন্দ্র-সূর্যকে আলো বিহীন হতে দেখ, তখন তোমরা আল্লাহর কাছে দুআ কর, তাঁর বড়ত্ব বর্ণনা কর, নামায শুরু কর এবং সাদকাহ কর"।[৩] সুতরাং তাহিয়্যাতুল মাসজিদ এবং চন্দ্র-সূর্যগ্রহণের নামাযের জন্য কোন সময় নির্দিষ্ট নেই।

---

1 - বুখারী, অধ্যায়ঃ বিতরের নামায, হাদীছ নং- ৯৯৯।

2 - বুখারী, অধ্যায়ঃ নামায, হাদীছ নং- ৪৪৪।

3 - বুখারী, অধ্যায়ঃ সূর্য গ্রহণের নামায, হাদীছ নং- ১০৪৪।

www.alislaah.com

সফর কিংবা স্বদেশে অবস্থান করার সময়ও এ দু'টি নামায পড়া যাবে।

সহীহ বুখারীতে যাবের (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাহনের উপর আরোহন অবস্থায় কিবলামুখী না হয়েই নফল নামায পড়তেন।[১] নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যোহর, মাগরিব এবং ইশার সুন্নাত নামায ব্যতীত অন্যান্য নফল নামায যথারীতি আদায় করতেন। সফর কিংবা বাড়ীতে থাকাবস্থায় তিনি কখনও ফজরের সুন্নাত এবং বিতর নামায পরিত্যাগ করতেন না।

সহীহ মুসলিম শরীফে হাফস বিন আসিম থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি ইবনে উমার (রাঃ)-এর সাথে মক্কার দিকে যাচ্ছিলাম। পথিমধ্যে তিনি আমাদেরকে নিয়ে দু'রাকআত যোহরের নামায পড়লেন। তারপর তিনি উঠে দাঁড়ালেন। আমরাও তাঁর সাথে উঠে চলে আসলাম। তিনি তাঁর বাহনের কাছে এসে বসলেন। আমরাও তাঁর সাথে বসলাম। এ সময় তিনি একদল মানুষকে নামায পড়তে দেখে বললেনঃ এরা কি করছে? আমি বললাম, তারা সুন্নাত পড়ছে। তিনি বললেন, হে ভাতিজা! আমি যদি সুন্নাত পড়তাম, তাহলে অবশ্যই নামায পূর্ণ করে আদায় করতাম। আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাথে সফরে ছিলাম। মৃত্যু পর্যন্ত তিনি কখনও চার

[1] - বুখারী, অধ্যায়ঃ কসর নামায, হাদীছ নং- ১০৯৪।

রাকআত বিশিষ্ট নামায দু'রাকআতের বেশী পড়েন নি। আবু বকর, উমার এবং উছমান (রাঃ) থেকেও অনুরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়। অতঃপর ইবনে উমার (রাঃ) আল্লাহর এই বাণীটি পাঠ করলেনঃ

﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾

"তোমাদের জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জীবনীতে উত্তম আদর্শ রয়েছে। (সূরা আহযাবঃ ২১)

ঙ) ফজরের সুন্নাত নামায সম্পর্কে যা বর্ণিত হয়েছেঃ

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সফরে কিংবা বাড়ীতে কোথায়ও ফজরের সুন্নাত ছাড়তেন না। তিনি বলেনঃ

رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا

"ফজরের আগের দু'রাকআত সুন্নাত পৃথিবী ও তার মধ্যবর্তী বস্তু হতেও উত্তম।[১] আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফজরের দুই রাকআত সুন্নাত নামাযের চেয়ে অন্য কোন (সুন্নাত) নামাযের প্রতি অধিক গুরুত্ব দিতেন না।[২]

সহীহ মুসলিম শরীফে আবু কাতাদা হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাথে ঐ সফরে ছিলেন, যেখানে ফজরের নামায ছুটে গিয়েছিল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেখান থেকে সামনে চলতে বললেন।

[1] - মুসলিম, হাদীছ নং- ১৭২১।

[2] - ফতহুল বারী, (৩/ ৪২)

কিছু দূর গিয়ে যাত্রা বিরতি করে অযু করলেন এবং বেলালকে আযান দিতে বললেন। অতঃপর প্রতিদিনের ন্যায় তিনি ফজরের দু'রাকআত সুন্নাত পড়লেন এবং ফরজ নামায আদায় করলেন।[১]

মুসাফিরের নফল নামায আদায়ের বিষয়টি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করার কারণ এই যে, কতক মানুষ ধারণা করে যে, মুসাফিরের জন্য কোন নফল নামায নেই। উপরের আলোচনা থেকে পরিস্কার হয়ে গেল যে, মুসাফির নফল পড়তে পারবে। তবে ফজরের সুন্নাত ব্যতীত অন্যান্য সুন্নাতে রাতেবা (পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের আগে ও পরের সুন্নাত নামায) হতে বিরত থাকবে।

মুসাফির তার যানবাহনের উপর আরোহন অবস্থায় নফল নামায পড়তে পারবে। যানবাহন যেদিকেই যাকনা কেন। এমনকি কিবলামুখী না হয়েও। সহীহ বুখারীতে জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাহনের উপর বসে পূর্ব দিকে ফিরে নফল পড়তেন। যখন ফরজ নামাযের সময় হত, তখন তিনি নেমে কিবলামুখী হয়ে ফরজ পড়তেন।[২]

চ) একাকী ভ্রমণ করা ঠিক নয়ঃ

[1]- মুসলিম, অধ্যায়ঃ মসজিদ এবং নামাযের স্থানসমূহ, হাদীছ নং- ৬৮০, ৮১।

[2] - বুখারী, অধ্যায়ঃ কসর নামায, হাদীছ নং- ১০৯৯।

মুসাফিরের উচিৎ, একাকী সফর না করে সঙ্গী-সাথীদের সাথে সফর করা। যাতে প্রয়োজনের সময় সহযোগীতা নিতে পারে। তবে বিশেষ প্রয়োজনে একা সফর করতে পারবে। সহীহ বুখারীতে আব্দুল্লাহ বিন উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, রাতের বেলা একা সফর করার ক্ষতি সম্পর্কে আমি যা জানি, তা যদি লোকেরা জানত, তাহলে রাতের বেলা কেউ একা সফর করার ঘোষণা দিত না।[১]

ছ) মহিলাদের একাকী ভ্রমণ নিষিদ্ধঃ

মহিলাদের জন্য যাদের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া নিষিদ্ধ, এমন পুরুষের সাহচর্য ব্যতীত হজ্জ কিংবা অন্য সফরে বের হওয়া নিষিদ্ধ। যদিও মহিলা বৃদ্ধা কিংবা যুবতি হোক এবং সৌন্দর্য বিহীন হোক। সহীহ বুখারী এবং মুসলিম শরীফে ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে খুৎবায় বলতে শুনেছি, কোন পুরুষ যেন মাহরাম বিহীন মহিলার সাথে নির্জনে সাক্ষাৎ না করে এবং কোন মহিলা যেন মাহরাম ব্যতীত সফর না করে। এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমি যুদ্ধে নাম লিখিয়েছি। আর আমার স্ত্রী হজ্জের জন্য বের হয়ে গেছে। নবী

---

[1] - বুখারী, অধ্যায়ঃ জিহাদ এবং ভ্রমণ, হাদীছ নং- ২৯৯৮।

www.alislaah.com

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমার স্ত্রীর সাথে হজ্জ কর।[১]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বামী বা মাহরাম ব্যতীত মহিলাদরেকে ভ্রমণ করতে নিষেধ করেছেন। হজ্জ কিংবা অন্য সফরের মাঝে পার্থক্য করেন নি। মহিলাদের বয়স বা অবস্থা সম্পর্কেও কোন কিছু বলেন নি। সকল মহিলাদের জন্য সকল অবস্থাতেই বিনা মাহরামে সফর করা নিষেধ।

মাহরাম হল, প্রত্যেক মহিলার স্বামী এবং যার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া হারাম এমন পুরুষ। রক্ত সম্পর্কীয় এবং দুগ্ধসম্পর্কীয় কারণে যাদের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া হারাম, তারা হলেন, পিতা, পিতার পিতা- এভাবে যত উপরেই যাক না কেন, ছেলে, ছেলের ছেলে এভাবে যত নিচেই নামুক না কেন, ভাই, ভাতিজা এভাবে যত নিচেই যাক না কেন, চাচা এবং মামা ও তার উপরের পুরুষগণ।

বিবাহ সম্পর্কীত কারণে যাদের সাথে বিবাহ হারাম তারা হল, স্বামীর পিতা, পিতার পিতা এভাবে যত উপরেই উঠুক না কেন। স্বামীর অন্য স্ত্রীর ছেলে এবং ছেলের ছেলে এভাবে যত নিচেই যাক না কেন। স্ত্রীর কন্যার স্বামী, স্ত্রীর মাতার স্বামী।

মোট কথা মহিলার সাথে মাহরাম না থাকলে তার উপর হজ্জ বা উমরাহহ ফরজ নয়।

---

[1] - বুখারী, অধ্যায়ঃ বিবাহ, হাদীছ নং- ৫২৩৩।

উমরাহর সংক্ষিপ্ত নিয়মাবলীঃ

আল্লাহ তাআলা নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মৃত্যুর পূর্বেই তাঁর মাধ্যমে দ্বীন ইসলামের যাবতীয় আহকাম ও বিধান পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন। কোন কিছুই অস্পষ্ট রেখে যান নি। একজন মুসলিম কিভাবে তার জীবন পরিচালনা করবে, কিভাবে তাঁর মহান প্রভুর ইবাদত করবে তা তিনি শিক্ষা দিয়ে গেছেন। যেহেতু উমরাহহ একটি গুরুত্বপূর্ণ এবাদত এবং প্রতিটি সামর্থবান ব্যক্তির উপর তা পালন করা ওয়াজিব। তাই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা পালন করতে উৎসাহ দিয়েছেন ও উমরাহর যাবতীয় নিয়ম উম্মতের জন্যে সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করে গেছেন। সংক্ষিপ্তভাবে উমরাহর নিয়ম হচ্ছেঃ

১) মীকাতে গিয়ে প্রথমে নাপাকী থেকে পবিত্রতা অর্জনের গোসলের ন্যায় গোসল করবে। বাড়ী থেকে গোসল করে গেলেও চলবে। সম্ভব হলে সুগন্ধি ব্যবহার করবে। অতঃপর একটি চাদর শরীরের উপরের অংশে পরিধান করবে এবং অন্য একটি চাদর লুঙ্গি হিসাবে শরীরের নিম্ন অংশে পরিধান করবে। কাপড় দু’টি সাদা হওয়া ভাল। মহিলারা যা খুশী তাই পড়বে। তবে তারা সেজেগোজে বের হবে না।

২) ইহরাম বাঁধার সময় ফরজ নামাযের সময় হয়ে থাকলে প্রথমে ফরজ নামায পড়ে ইহরাম বাঁধবে। যদি ফরজ নামাযের সময় না হয়ে থাকে তাহলে কেউ ইচ্ছা করলে অযুর সুন্নাত হিসাবে দু’রাকআত নামায পড়তে পারবে। ইহরামের সুন্নাত, এ

নিয়তে নয়। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে ইহরামের সুন্নাত হিসাবে কোন নামাযের কথা বর্ণিত নেই।

৩) অতঃপর উমরাহর জন্য অন্তরে নিয়ত করবে। অতঃপর মীকাত থেকে গাড়ী ছাড়ার সময় পাঠ করবেঃ لَبَّيْــكَ اللَّهُمَّ عُمْرَةً (লাব্বায়িকা আল্লাহুম্মা উমরাহতান)। এ বাক্যটি মাত্র একবার উচ্চারণ করবে। কাবাঘর দেখার পূর্ব পর্যন্ত তালবীয়া পাঠ করতে থাকবে। তাওয়াফ শুরু করার পূর্ব মুহূর্তে তালবীয়া পাঠ বন্ধ করে দিবে।

তালবীয়ার শব্দাবলীঃ

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ

তালবীয়ার বাংলা উচ্চারণঃ লাব্বায়িক্ আল্লাহুম্মা লাব্বায়িক্। লাব্বায়িক্ লা-শারীকা লাকা লাব্বায়িক্। ইন্নাল হাম্দা ওয়ান্ নিয়ামাতা লাকা ওয়াল মুল্ক। লা-শারীকা লাক্।

"হে আল্লাহ! আমি আপনার দরবারে হাজির হয়েছি। আপনার ডাকে বারবার সাড়া দিয়েছি। আপনার কোন শরীক নেই। সমস্ত প্রশংসা ও নেয়ামত আপনার জন্যই। রাজত্ব একমাত্র আপনার। আপনার কোন শরীক নেই। পুরুষেরা আওয়াজ উঁচু করে পাঠ করবে এবং মহিলারা নীচু আওয়াজে পাঠ করবে।

৪) কাবায় পৌঁছে তাওয়াফের মাধ্যমে উমরাহর কাজ শুরু

করবে। তবে তথায় গিয়ে লোকদেরকে ফরজ নামায অবস্থায় পেলে অথবা ফরজ নামায পড়া বাকী থাকলে প্রথমে নামায পড়ে নিবে। তাওয়াফের শুরুতে হাজরে আসওয়াদের কাছে গিয়ে ডান হাতে তা স্পর্শ করবে এবং সম্ভব হলে চুম্বন করবে। বেশী ভীড় থাকলে মানুষকে কষ্ট না দিয়ে হাত দ্বারা ইশারা করবে এবং বিসমিল্লাহ আল্লাহু আকবার বলে তাওয়াফ শুরু করবে। হাজারে আসওয়াদ চুম্বন করে অথবা ইঙ্গিত করে কাবা ঘরকে বামে রেখে তাওয়াফ শুরু করবে। রুকনে ইয়ামানীর কাছে গিয়ে সম্ভব হলে ডান হাত দিয়ে তা স্পর্শ করবে। কিছু মানুষকে তাতে চুম্বন করতে দেখা যায়। তা ঠিক নয়। এভাবে সাত চক্কর পূর্ণ করবে। প্রথম তিন চক্করে রমল করবে এবং সাত চক্করেই ইজতেবা করবে। ছোট ছোট পদক্ষেপে দ্রুত চলাকে রমল বলা হয়। আর ইজতেবা হল চাদরের এক পার্শ্ব ডান বগলের নীচ দিয়ে নিয়ে উভয় পার্শ্ব বাম কাঁধের উপর ফেলে রাখা এবং ডান কাঁধ খোলা রাখা।

৫) তাওয়াফ অবস্থায় আল্লাহর যিকির ও তাসবীহ পাঠ করবে এবং ইখলাসের সাথে আল্লাহর নিকট দু'আ করবে। যখনই হাজারে আসওয়াদের কাছে আসবে তখনই তাকবীর বলবে। রুকনে ইয়ামানী এবং হাজরে আসওয়াদের মাঝখানে নিম্নের দু'আটি পাঠ করবেঃ

﴿رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾

উচ্চারণঃ রাব্বানা আতিনা ফিদ্দুন-ইয়া হাসানাতাও ওয়া ফিল আখিরাতি হাসানাতাও ওয়া কিনা আযাবান্ নার।

"হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে ইহকালে এবং পরকালে কল্যাণ দান কর এবং জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা কর। (সূরা বাকারাঃ ২০১) প্রত্যেক চক্করের জন্য আলাদা আলাদা দু'আ করার পক্ষে কোন দলীল নেই। কাজেই এরকম করা বিদ্‌আত।

৬) তাওয়াফ শেষে মাকামে ইবরাহীমের পিছনে দু'রাকআত নামায পড়বে। প্রথম রাকআতে সূরা ফাতেহা শেষে সূরা কাফেরূন এবং দ্বিতীয় রাকআতে সূরা ইখলাস পাঠ করবে। মাকামে ইবরাহীমের পিছনে জায়গা না পেলে কাবা মসজিদে হারামের যে কোন স্থানে এই দুইরাকআত নামায পড়তে পারবে।

৭) মাকামে ইবরাহীমের পিছনে নামায আদায়ের পর যমযম কূপের পানি পান করার পর সাফা-মারওয়া পর্বতদ্বয়ের মাঝখানে সাতবার সাঈ করবে। সাফা থেকে শুরু করে মারওয়ায় গেলে এক সাঈ হবে। আবার সাফায় আসলে আরেক সাঈ হবে। সবুজ বাতি দু'টির মাঝখানে পুরুষেরা দ্রুত চলবে। মহিলারা সাধারণভাবে হাঁটবে। এভাবে সাত সাঈ পূর্ণ করবে। সুন্নাত হল প্রত্যেক পাহাড়ের উপর দাঁড়িয়ে কিবলামুখী হয়ে হাত উঠিয়ে দু'আ করবে এবং বারবার এই বাক্যগুলো পাঠ করবেঃ

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيْتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ أَنْجَزَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وهَــزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ

৮) সাঈ পূর্ণ করে মাথার চুল কামিয়ে ফেলবে অথবা খাট করবে। মহিলারা এক আঙ্গুল পরিমাণ চুল কাটবে।

এভাবে উমরাহর কার্যাদি সমাধা করে ইহরাম থেকে মুক্ত হবে। এ সময় তার জন্য সব কিছুই হালাল হয়ে যাবে, যা ইহরাম পরিধান করার কারণে নিষিদ্ধ ছিল।

ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ কাজসমূহঃ

(১) সেলাইকৃত কাপড় পরা। ৭) ইহরাম অবস্থায় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়াও নিষিদ্ধ। তবে এতে কোন ফিদইয়া ওয়াজিব হবে না। ইহরাম অবস্থায় এ বিবাহ বন্ধন কার্যকর হবে না।

৮) স্থলচর প্রাণী হত্যা করা। কেউ যদি স্থলচর কোন প্রাণী হত্যা করে, তাহলে অনুরূপ একটি প্রাণী জবাই করে হারাম এলাকার মিসকীনের মাঝে বন্টন করে দিতে হবে। অথবা তার মূল্য নির্ধারণ করে তা দিয়ে খাদ্য ক্রয় করে মিসকীনদেরকে দান করতে হবে। অথবা প্রত্যেক মিসকীনকে খাদ্য দেয়ার বিনিময়ে একটি করে রোযা রাখবে।

(২) মুখ ঢাকা। এটি শুধু মহিলাদের জন্য। পুরুষদের জন্য মুখ ঢাকা জরুরী নয়।

(৩) পুরুষদের মাথা ঢাকা। গাড়ীর ছাদ বা ছাতা দিয়ে ছায়া গ্রহণ করাতে কোন অসুবিধা নেই। মহিলাগণ অবশ্যই মাথা ঢেকে রাখবেন।

(৪) হাত মোজা পরিধান করা।

(৫) নখ, চুল ইত্যাদি কাটা।

(৬) স্থলচর প্রাণী শিকার করা বা তা শিকার করার জন্য ইঙ্গিত করা।

(৭) স্ত্রী সহবাস করা।

(৮) হারাম এলাকায় কোন জিনিস কুড়ানো।

(৯) বিয়ে করা বা বিয়ের প্রস্তাব দেয়া।

(১০) সুগন্ধি ব্যবহার করা।

ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ কাজে লিপ্ত ব্যক্তির বিধানঃ

ইহরাম অবস্থায় যে সমস্ত কাজ করা নিষিদ্ধ, তাতে লিপ্ত ব্যক্তির অবস্থা তিনটি।

১) বিনা প্রয়োজনে এবং বিনা কারণে কেউ যদি এতে লিপ্ত হয়, সে গুনাহগার হবে এবং তার উপর ফিদইয়া ওয়াজিব হবে। ইহরাম অবস্থায় উপরের কাজগুলো হারাম জেনেও যদি কোন ব্যক্তি তাতে লিপ্ত হয়, তাকে ফিদইয়া দিতে হবে। ফিদইয়ার পরিমাণ হল তিনটি রোযা রাখা অথবা ছয়জন মিসকীনকে খাদ্য দান করা অথবা একটি ছাগল জবাই করা। মিসকীনকে খাদ্য দান এবং ছাগল জবাই মক্কার সীমানার ভিতরে অথবা যে স্থানে নিষিদ্ধ কাজে লিপ্ত হয়েছে সে স্থানেই করতে হবে। রোজা যে

কোন স্থানে রাখতে পারবে।

২) প্রয়োজন বশতঃ কেউ নিষিদ্ধ কাজে লিপ্ত হলে কোন গুনাহ্ হবে না। কিন্তু তার উপর ফিদইয়া ওয়াজিব হবে। আল্লাহ বলেন,

﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾

“কিন্তু কেউ যদি তোমাদের মধ্যে পীড়িত হয় বা তার মাথা যন্ত্রনাগ্রস্ত হয়, তবে সে রোযা, কিংবা, সাদকাহ অথবা কোরবানী দ্বারা তার বিনিময় প্রদান করবে”। (সূরা বাকারাঃ ১৯৬) প্রচন্ড শীতের কারণে অথবা রৌদ্রের কারণে কেউ মাথা ঢাকতে বাধ্য হলে মাথা ঢাকা জায়েয আছে। তবে তাকে অবশ্যই ফিদইয়া দিতে হবে।

৩) অজ্ঞতা, ভুল, জবরদস্তি, কিংবা নিদ্রার কারণে নিষিদ্ধ কাজে লিপ্ত হলে গুনাহ হবে না কিংবা ফিদইয়াও ওয়াজিব হবে না। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾

“হে আমাদের প্রতিপালক! যদি আমাদের ভুল হয় অথবা ত্রুটি হয় তজ্জন্যে আমাদেরকে পাকড়াও করবেন না। (সূরা বাকারাঃ ২৮৬) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ

إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ

“নিশ্চয়ই আল্লাহ আমার উম্মতের অনিচ্ছাকৃত ভুল-ক্রটি ক্ষমা করে দিয়েছেন এবং তাদেরকে যে সমস্ত বিষয়ে বাধ্য করা হয়ে থাকে তাও ক্ষমা করে দিয়েছেন। অর্থাৎ জোর করে কোন পাপের কাজে বাধ্য করা হলে তার হিসাব হবে না।[১] কিন্তু অজ্ঞতা, ভুল কিংবা জবরদস্তি দূর হয়ে যাওয়ার সাথে সাথে নিষিদ্ধ কাজ হতে বিরত থাকতে হবে।

ইহরাম অবস্থায় স্ত্রীর সাথে সহবাস করলে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো আবশ্যক হবেঃ

ক) উমরাহহ বা ঐ বছরের হজ্জ বাতিল হয়ে যাবে।

খ) হজ্জের বাকী কাজগুলো পূর্ণ করবে।

গ) পরের বছর হজ্জ কাযা করতে হবে।

ঙ) একটি উট জবাই করে মক্কা অথবা যেখানে স্ত্রীর সাথে সহবাস করেছে, সেখানের মিসকীনের মাঝে বন্টন করে দিতে হবে।

মহিলাদের জন্য যা নিষিদ্ধঃ

মহিলাদের জন্য মুখ ঢেকে রাখা নিষেধ। কতিপয় আলেম বলেছেন, মহিলাদের জন্য শুধু নেকাব পরিধান করা নিষেধ। শুধু চোখের জন্য ছিদ্র বিশিষ্ট মুখের ঢাকনার নাম নেকাব। তবে উত্তম হল মুখের ঢাকনা পরিধান না করা। কিন্তু অপরিচিত পুরুষের পাশ দিয়ে অতিক্রম করার সময় মুখ ঢেকে রাখতে

---

[1] - ইবনে মাজাহ, অধ্যায়ঃ তালাক, হাদীছ নং- ২০৪৩।

হবে। এটা শুধু ইহরামের সাথে সীমিত নয়। বরং সকল অবস্থাতেই পর্দা করা আবশ্যক।

এ সমস্ত নিষিদ্ধ কাজের ফিদইয়া পূর্বোক্ত বিষয়ের ফিদইয়ার মতই।

হজ্জ ও উমরাহ অবস্থায় কতিপয় ভুল-ক্রটিঃ

✷অনেকেই ইহরাম বাঁধার সময় থেকেই ইযতেবা তথা ইহরামের কাপড় ডান বগলের নীচ দিয়ে নিয়ে বাম কাধের উপর রেখে দেয়, এমনকি সালাত আদায়ের সময়ও সেভাবেই থাকে। এরূপ করা সুন্নাতের পরিপন্থী। ইযতেবা শুধু প্রথম তাওয়াফের মুহূর্তে করা সুন্নাত, তাওয়াফে ইফাযা ও বিদায়ী তাওয়াফ বা অন্য সময় নয়। বিশেষভাবে স্মরণ রাখা দরকার যে নামাযের সময় কাঁধ অবশ্যই ঢেকে রাখতে হবে। অন্যথায় নামায কবুল হবে না।

✷অনেকেই ইহরাম বাঁধার উদ্দেশ্যে দু'রাকআত সালাত আদায় করে থাকে। মূলতঃ ইহরামের জন্য কোন সালাত নেই। তবে কোন ফরয সালাতের সময় হয়ে গেলে, উক্ত নামায আদায় করার পর ইহরাম বাঁধবে।

✷কাবা ঘরের তাওয়াফ এবং সাফা-মারওয়া সাঈ করার জন্য নির্দিষ্ট কোন দু'আ সহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত নয়। এ সময় অনির্দিষ্টভাবে যে কোন দু'আ যে কোন ভাষায় করা যাবে। সুতরাং বিভিন্ন ধরনের কিতাবে যে সকল দু'আ লিখিত আছে- যেমন ১ম চক্করের দুআ, ২য় চক্করের দু'আ, তা নিঃসন্দেহে ভুল। কেননা

এভাবে নির্দিষ্ট চক্করের জন্য নির্দিষ্ট দু'আ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে প্রমাণিত নেই।

✷হাজারে আসওয়াদকে চুম্বন করা জরুরী মনে করে মানুষকে কষ্ট দেয়া বৈধ নয়। কেননা একে চুম্বন করা সুন্নাত, কিন্তু মানুষকে কষ্ট দেয়া হারাম।

✷তাওয়াফ-সাঈর সময় সশব্দে দু'আ পড়া সুন্নাতের খেলাফ ও অন্যায় কাজ।

✷অনেকে সাফা-মারওয়া সাঈ শেষে মাথার বিভিন্ন দিক থেকে অল্প অল্প করে চুল কাটে। এটা কখনই বৈধ নয়। সম্পূর্ণ মাথা থেকেই চুল খাটো করতে হবে। যেমনটি সম্পূর্ণ মাথার চুল মুণ্ডনের বেলায় করতে হয়।

✷তানঈম বা আয়েশা মসজিদ বা উমরাহহ্ মসজিদ থেকে বারবার ইহরাম বেঁধে এসে নিজের জন্য বা আত্মীয়-স্বজনের নামে উমরাহ্ পালন করা শরীয়ত সম্মত নয়। কেননা একই সফরে একাধিক উমরাহ্ করা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, তাঁর সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) ও তাবেঈদের কারও থেকে প্রমাণিত নয়।

হজ্জের হুকুমঃ

আলেমদের গ্রহণযোগ্য মতে নবম কিংবা দশম হিজরীতে হজ্জ ফরজ হয়। যে আয়াতটির মাধ্যমে হজ্জ ফরজ হয়, তা নবম হিজরীতে নাযিল হয়। যেমন আল্লাহ বলেনঃ

﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْ الْعَالَمِينَ﴾

“এবং আল্লাহর জন্য এ গৃহের হজ্জ করা সে সব মানুষের উপর ফরজ, যারা শারিরীক ও আর্থিকভাবে ঐ পথ অতিক্রম করতে সক্ষম এবং যদি কেউ অস্বীকার করে তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ সমগ্রবিশ্ববাসী হতে প্রত্যাশা মুক্ত। (সূরা আল-ইমরানঃ ৯৭) দেরীতে হজ্জ ফরজ হওয়ার কারণ হল, মক্কা ছিল কাফেরদের দখলে। কাজেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর সাহাবীদের নিয়ে পরিপূর্ণভাবে হজ্জ করতে সক্ষম ছিলেন না। এর পূর্বে হুদায়বিয়ার বছর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং সাহাবীদেরকে মুশরিকরা উমরাহহ করতে বাঁধা দিয়েছিল।

হজ্জ ফরজ হওয়ার শর্তসমূহঃ

১) **প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়াঃ** কেননা অপ্রাপ্ত বয়স্কের উপর হজ্জ ফরজ নয়। তবে সে হজ্জ করলে সহীহ হবে এবং নফল হজ্জের ছাওয়াব পাবে। প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার পর তাকে আবার হজ্জ করতে হবে। যেমন নামাযের সময় হওয়ার পূর্বে কেউ নামায পড়ে নিলে তাকে পুনরায় নামায পড়তে হবে।

২) **আর্থিক স্বচ্ছলতা থাকাঃ** সুতরাং দরীদ্র এবং ক্রীতদাসের উপর হজ্জ ফরজ নয়।

৩) **শারিরীকভাবে সুস্থ থাকাঃ** কোন রোগী যদি আর্থিকভাবে স্বচ্ছল থাকে এবং তার রোগ মুক্তির সম্ভাবনা থাকে, তার উপর

রোগ মুক্তির পূর্ব পর্যন্ত হজ্জ ফরজ নয়। কিন্তু সুস্থ হওয়ার কোন সম্ভাবনাই যদি না থাকে, তাহলে কাউকে দিয়ে তার পক্ষ হতে বদলী হজ্জ করাবে।

হজ্জ ফরজ হওয়ার পর বিলম্ব না করেই হজ্জ করা আবশ্যক। বিলম্ব করার পক্ষে কোন দলীল নেই। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, তোমরা বিলম্ব না করেই হজ্জ করে নাও। কারণ কেউ জানেনা যে, আগামীতে তার কি অবস্থা হবে।[১]

৪) মহিলার সাথে মাহরাম থাকাঃ উপরোক্ত শর্ত তিনটির সাথে মহিলাদের জন্য আরেকটি অতিরিক্ত শর্ত হচ্ছে, তাদের সাথে স্বামী অথবা মাহরাম তথা এমন পুরুষ থাকতে হবে, যাদের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া চিরদিনের জন্য নিষিদ্ধ।

হজ্জ ও উমরাহহকারী কোথা হতে ইহরাম বাঁধবে?

হজ্জ-উমরাহকারী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক নির্ধারিত স্থান হতে ইহরাম বাঁধবে। হজ্জ ও উমরাহর জন্য যে সমস্ত স্থান হতে ইহরাম বাঁধতে হয়, তাকে মীকাত বলা হয়। এ সমস্ত নির্ধারিত স্থান মোট পাঁচটি।

ক) যুল-হুলায়ফাঃ এটি মদীনাবাসী এবং সে পথে গমণকারীদের জন্য। এটিকে বর্তমানে আবয়ারে আলী বলা হয়।

[1] - আহমাদ, ১/৩১৩। তবে হাদীছটি দুর্বল।

খ) জুহ্ফাঃ এটি একটি পুরাতন গ্রামের নাম। এটিকে বর্তমানে লোকেরা রাবেগ হিসাবে নাম রেখেছে। এটি সিরীয়াবাসী এবং তাদের পথে যারা হজ্জে আসবে তাদের মীকাত।

গ) ইয়ালামলামঃ এটি একটি পাহাড়ের নাম। বর্তমানে একে সা'দীয়া বলা হয়। এটি ইয়ামান এবং ইয়ামানের পথে আগমণকারীদের মীকাত।

ঘ) কারনুল মানাযীলঃ এটি নজদ ও নজদের পথে যারা হজ্জ-উমরাহহ করেন, তাদের মীকাত।

ঙ) যাতু ইর্ক্কঃ বর্তমানে এটাকে আয-যারীবা বলা হয়। এটি ইরাকবাসী ও ইরাকের পথে আগমণকারীদের মীকাত।

হজ্জ ও উমরাহহ করার জন্য যারা উপরে বর্ণিত মীকাতসমূহের উপর দিয়ে অতিক্রম করবে তারা অবশ্যই উক্ত স্থানসমূহ হতে ইহরাম বাঁধবে।

আর যারা পানি পথে কিংবা আকাশ পথে হজ্জ করতে আসবে তাদের উপর আবশ্যক হল, মীকাত বরাবর স্থানে গিয়ে ইহরাম বাঁধবে। বিমানবন্দরে অবতরণ করা কিংবা নৌবন্দরে পৌঁছার অপেক্ষা করবে না। যে ব্যক্তি ইহরাম ব্যতীত মীকাতের সীমা অতিক্রম করল সে আল্লাহর নির্ধারিত সীমা অতিক্রম করল। আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

﴿وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الظَّالِمُونَ﴾

"যারা আল্লাহর নির্ধারিত সীমা অতিক্রম করবে, তারাই জালেম"। (সূরা বাকারাঃ ২২৯)

যারা মক্কার ভিতরে থাকে তাদের মীকাতঃ

যারা মীকাতের ভিতরে অথবা পবিত্র মক্কা নগরীতে অবস্থান করে, তারা নিজ নিজ স্থান থেকে ইহরাম বাঁধবে। অর্থাৎ আপন আপন ঘর হতে ইহরাম বাঁধবে। হারাম শরীফে গিয়ে বা কাবা ঘরের গিলাফের নিকট থেকে ইহরাম বাঁধার কোন প্রয়োজন নেই। এটি হজ্জের ক্ষেত্রে। তবে তারা যদি উমরাহহ করতে চায়, তাহলে তারা হারাম এলাকার বাইরে গিয়ে ইহরাম বাঁধবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আব্দুর রাহমান বিন আবু বকরকে লক্ষ্য করে বলেছেন, তোমার বোন অর্থাৎ আয়েশাকে নিয়ে হারামের বাহির হতে ইহরাম বাঁধিয়ে আন। সেখান থেকে ইহরাম বেঁধে এসে সে উমরাহহ করবে।[১]

ইহরাম ব্যতীত মক্কাতে প্রবেশঃ

যে ব্যক্তি হজ্জ বা উমরাহহর নিয়ত ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যে যেমন ব্যবসা আত্মীয়-স্বজনের সাথে সাক্ষাৎ বা জ্ঞান অর্জন করার উদ্দেশ্যে মক্কায় প্রবেশ করতে গিয়ে মীকাতের উপর দিয়ে অতিক্রম করবে, তার জন্য ইহরাম বাঁধা জরুরী নয়। কারণ হজ্জ জীবনে মাত্র একবার ফরজ। আর হজ্জ-উমরাহহর

---

1 - বুখারী, হাদীছ নং- ১৫৬০।

নিয়ত না করলে ইহরাম বাঁধা জরুরী নয়।

হজ্জের প্রকারভেদঃ

হজ্জ তিন প্রকার। যথাঃ- ১) তামাত্তো, ২) কিরান, ৩) ইফরাদ।

১) তামাত্তোঃ হজ্জের মাস সমূহে উমরাহহর ইহরাম বেঁধে উমরাহহর কাজ সমাধা করার পর তা থেকে হালাল হয়ে পুনরায় হজ্জের ইহরাম বেঁধে হজ্জের কাজ সমাধা করাকে হজ্জে তামাত্তো বলা হয়।

২) কিরানঃ একসাথে হজ্জ ও উমরাহহর ইহরাম বেঁধে প্রথমে উমরাহহর কাজ সমাধা করে ইহরাম ভঙ্গ না করে হজ্জের কাজ সমাধা করাকে কিরান হজ্জ বলা হয়। অথবা প্রথমে উমরাহহর নিয়ত করে উমরাহহ করার পর ইহরাম থাকাবস্থায় হজ্জের নিয়ত করে তার কার্যাদি সমাধা করাকে কিরান হজ্জ বলা হয়।

৩) ইফরাদঃ শুধু মাত্র হজ্জের ইহরাম বেঁধে তার কার্যাবলী সমাধা করাকে হজ্জে ইফরাদ বলা হয়।

কোন্‌টি উত্তম?

অধিকাংশ আলেমের মতে তিন প্রকার হজ্জের মধ্যে থেকে যে কোন একটি করলেই চলবে। তবে কোন্‌টি উত্তম তা নিয়ে মতভেদ রয়েছে। বিশুদ্ধ মতে তামাত্তো হজ্জ উত্তম। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সাহাবীদেরকে তামাত্তো হজ্জ করার আদেশ দিয়েছেন এবং তা পালন করার আকাঙ্খা প্রকাশ করেছেন। কারণ এতে অধিক আমল রয়েছে। প্রথমে

পরিপূর্ণভাবে উমরাহহ করতে হয় এবং পরে হজ্জের কাজ করতে হয়।

তামাত্তো হজ্জকারীর উপর কুরবানী করা ওয়াজিব। ছাগল, গরু কিংবা উট দিয়ে কুরবানী করতে হবে। ঈদের দিন অথবা পরবর্তী তিন দিন কুরবানী জবাই করার সময়। কুরবানীর গোশত মিনা অথবা মক্কা এলাকার ফকীর-মিসকীনদের মধ্যে বন্টন করে দিবে এবং তা থেকে নিজে খাবে।

কেউ কুরবানী করতে অক্ষম হলে সে ১০টি রোজা রাখবে। আইয়্যামে তাশরীকের তিন দিনে তিনটি এবং দেশে ফেরত গিয়ে ৭টি। হজ্জে কিরানকারী তামাত্তোকারীদের মতই। তাদের উপরও কুরবানী অথবা তার পরিবর্তে রোজা রাখা ওয়াজিব।

তামাত্তো হজ্জের ধারাবাহিক বিবরণঃ

১) মীকাতে গিয়ে প্রথমে নাপাকী থেকে পবিত্রতা অর্জনের গোসলের ন্যায় গোসল করবে। বাড়ী থেকে গোসল করে গেলেও চলবে। সম্ভব হলে সুগন্ধি ব্যবহার করবে। অতঃপর একটি চাদর শরীরের উপরের অংশে পরিধান করবে এবং অন্য একটি চাদর লুঙ্গি হিসাবে শরীরের নিম্ন অংশে পরিধান করবে। কাপড় দু'টি সাদা হওয়া উত্তম। মহিলারা যা খুশী তাই পরিধান করবে। তবে তারা সেজেগোজে বের হবে না।

২) পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, ইহরাম বাঁধার সময় ফরজ নামাযের সময় হয়ে থাকলে প্রথমে ফরজ নামায পড়ে ইহরাম

বাঁধবে। যদি ফরজ নামাযের সময় না হয়ে থাকে তাহলে কেউ ইচ্ছা করলে অযুর সুন্নাতের নিয়ত করে দু'রাকআত নামায পড়তে পারবে। ইহরামের সুন্নাত, এ নিয়তে নয়। কেননা নবী (সাঃ) থেকে ইহরামের সুন্নাত হিসাবে কোন নামাযের কথা বর্ণিত নেই।

৩) নামায পড়ে উমরাহহর জন্য অন্তরে নিয়ত করবে। অতঃপর পাঠ করবেঃ لَبَّيْــكَ اللَّهُمَّ عُمْــرَةً লাব্বায়িকা আল্লাহুম্মা উমরাতান্। এ বাক্যটি একবার মাত্র উচ্চারণ করবে। কাবা ঘর দেখার পূর্ব পর্যন্ত তালবীয়া পাঠ করতে থাকবে। তাওয়াফ শুরু করার পূর্ব মুহূর্তে তালবীয়া পাঠ বন্ধ করে দিবে।

তালবীয়ার শব্দাবলীঃ

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ

তালবীয়ার বাংলা উচ্চারণঃ লাব্বায়িক্ আল্লাহুম্মা লাব্বায়িক্। লাব্বায়িক্ লা-শারীকা লাকা লব্বায়িক্। ইন্নাল হাম্দা ওয়ান্ নিআমাতা লাকা ওয়াল মুল্ক। লা-শারীকা লাক্।

"হে আল্লাহ! আমি আপনার দরবারে হাজির হয়েছি। আপনার ডাকে বারবার সাড়া দিয়েছি। আপনার কোন শরীক নেই। সমস্ত প্রশংসা ও নেয়ামত আপনারই জন্য। রাজত্ব একমাত্র আপনার। আপনার কোন শরীক নেই"। পুরুষেরা

আওয়াজ উঁচু করে পাঠ করবে এবং মহিলারা নীচু আওয়াজে পাঠ করবে।

৪) কাবায় পৌঁছে তাওয়াফের মাধ্যমে উমরাহ্‌র কাজ শুরু করবে। তবে তথায় গিয়ে লোকদেরকে ফরজ নামায অবস্থায় পেলে অথবা ফরজ নামায বাকী থাকলে প্রথমে নামায পড়ে নিবে। তাওয়াফের শুরুতে হাজারে আসওয়াদের কাছে গিয়ে ডান হাতে তা স্পর্শ করবে এবং সম্ভব হলে চুম্বন করবে। বেশী ভীড় থাকলে মানুষকে কষ্ট না দিয়ে হাত দ্বারা ইশারা করবে এবং বিস্‌মিল্লাহি আল্লাহু আকবার বলে তাওয়াফ শুরু করবে। হাজারে আসওয়াদ চুম্বন করে অথবা ইঙ্গিত করে কাবা ঘরকে বামে রেখে তাওয়াফ শুরু করবে। রুকনে ইয়ামানীর কাছে গিয়ে সম্ভব হলে ডান হাত দিয়ে তা স্পর্শ করবে। কিছু মানুষকে তাতে চুম্বন করতে দেখা যায়। তা ঠিক নয়। এভাবে সাত চক্কর পূর্ণ করবে। প্রথম তিন চক্করে রমল করবে এবং সাত চক্করেই ইজতেবা করবে। ছোট ছোট পদক্ষেপে দ্রুত চলাকে রমল বলা হয়। আর ইজতেবা হল চাদরের এক পার্শ্ব ডান বগলের নীচ দিয়ে নিয়ে উভয় পার্শ্ব বাম কাঁধের উপর ফেলে রাখা এবং ডান কাঁধ খোলা রাখা।

৫) তাওয়াফ অবস্থায় আল্লাহর যিকির, তাসবীহ পাঠ এবং দু'আ করবে। যখনই হাজারে আসওয়াদের কাছে আসবে তখনই তাকবীর বলবে। রুকনে ইয়ামানী এবং হাজারে আসওয়াদের মাঝখানে নিম্নের দু'আটি পাঠ করবেঃ

﴿رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾

উচ্চারণঃ রাব্বানা আতিনা ফিদ্দুন ইয়া হাসানাতাও ওয়া ফিল আখিরাতি হাসানাতাও ওয়া কিনা আযাবান্ নার।

"হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে ইহকালে এবং পরকালে কল্যাণ দান কর। এবং জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা কর। (সূরা বাকারাঃ ২০১) প্রত্যেক চক্করের জন্য আলাদা আলাদা দু'আ করার পক্ষে কোন দলীল নেই। কাজেই এ রকম করা বিদ্আত।

৬) তাওয়াফ শেষে মাকামে ইবরাহীমের পিছনে দু'রাকআত নামায পড়বে। প্রথম রাকআতে সূরা কাফেরূন এবং দ্বিতীয় রাকআতে সূরা ইখলাস পাঠ করবে।

৭) মাকামে ইবরাহীমে নামায আদায়ের পর যমযম কূপের পানি পান করার পর সাফা-মারওয়া পর্বতদ্বয়ের মাঝখানে সাতবার সাঈ করা। সাফা পাহাড় থেকে শুরু করে মারওয়ায় গেলে এক সাঈ হবে। আবার সাফায় আসলে আরেক সাঈ হবে। এভাবে সাত সাঈ পূর্ণ করবে। সুন্নাত হল প্রত্যেক পাহাড়ের উপর দাঁড়িয়ে কিবলামুখী হয়ে হাত উঠিয়ে দু'আ করবে এবং বারবার এই বাক্যগুলো পাঠ করবেঃ

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيْتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ أَنْجَزَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ

সবুজ বাতি দু'টির মাঝখানে পুরুষেরা দ্রুত চলবে। মহিলারা সাধারণভাবে হাঁটবে।

৮) সাঈ পূর্ণ করে মাথার চুল খাট করবে। মহিলারা এক আঙ্গুল পরিমাণ চুল কাটবে।

এভাবে উমরাহর কার্যাদি সমাধা করে ইহরাম থেকে মুক্ত হবে। এ সময় তার জন্য সব কিছুই হালাল হয়ে যাবে, যা ইহরাম পরিধান করার কারণে নিষিদ্ধ ছিল।

হজ্জের কাজসমূহঃ

১) যুল হজ্জ মাসের ৮তারিখে প্রত্যেক হাজী নিজ স্থান থেকে ইহরাম বাঁধবে। ইহরাম বাঁধার সময় গোসল করবে, সুগন্ধি ব্যবহার করবে এবং ইহরামের কাপড় পরিধান করবে।

২) ইহরাম পরিধান করে হজ্জের নিয়ত করবে এবং মুখে একবার মাত্র বলবেঃ لَبَّيْـــكَ اللَّهُمَّ حَجًّـــا (লাব্বায়িকা আল্লাহুম্মা হাজ্জান্)। তার থেকে বেশী করে তালবীয়া পাঠ করবে। তালবীয়ার শব্দাবলীঃ

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ

তালবীয়ার বাংলা উচ্চারণঃ লাব্বায়িক্ আল্লাহুম্মা লাব্বায়িক। লাব্বায়িক লা-শারীকা লাকা লব্বায়িক। ইন্নাল হাম্দা ওয়ান্ নিআমাতা লাকা ওয়াল মুল্ক। লা-শারীকা লাক্।

“হে আল্লাহ! আমি আপনার দরবারে হাজীর হয়েছি। আপনার ডাকে বারবার সাড়া দিয়েছি। আপনার কোন শরীক নেই। সমস্ত প্রশংসা ও নেয়ামত আপনারই জন্য। রাজত্ব একমাত্র আপনার। আপনার কোন শরীক নেই”।

যুল হাজ্জ মাসের ১০ তারিখে বড় জামরায় পাথর নিক্ষেপ পর্যন্ত তালবীয়া পাঠ করতে থাকবে।

৩) আট তারিখে হজ্জের ইহরাম বেঁধে মিনায় গমণ করে যোহর থেকে শুরু করে ফজর পর্যন্ত পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করবে। চার রাকআত বিশিষ্ট নামাযগুলো কসর করে দু’রাকআত দু’রাকআত আদায় করবে। কিন্তু দু’নামায একত্রে আদায় করবে না।

৪) নয় তারিখে সূর্য উদয়ের পর আরাফার দিকে গমণ করবে। সম্ভব হলে সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে যাওয়ার পূর্বে নামেরা নামক স্থানে অবস্থান করবে। সূর্য ঢলে যাওয়ার পর প্রথমে খুৎবা শ্রবণ করবে অতঃপর এক আযানে দুই ইকামাতে যোহর-আসর নামায একসাথে মিলিয়ে কসর করে পড়বে। অতঃপর আরাফার সীমানায় প্রবেশ করে কিবলামুখী হয়ে সূর্য ডুবা পর্যন্ত দু’আ এবং যিকিরে লিপ্ত থাকবে। যে কোন দু’আ পাঠ করবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আমি এবং আমার পূর্ববর্তী নবীগণ এ স্থানে যা পাঠ করেছি তা হলঃ

لاَ إِلَهَ إلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيْتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ لاَ إِلَهَ إلاَّ اللهُ وَحْدَهُ أَنْجَزَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وهَــــزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ

৫) সূর্য ডুবার পর মুযদালিফার উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিবে। মুযদালাফায় পৌঁছে এক আযানে ও দুই ইকামাতে মাগরিব ও ঈশার নামায একত্র করে আদায় করবে। মাগরিব তিন রাকআত এবং ইশা দুই রাকআত। নামায শেষে মুযদালাফায় রাত্রি যাপন করবে। কোন ধরণের নফল নামাযে লিপ্ত হবে না। ফজরের নামায আদায় করার পর আকাশ ভালভাবে পরিস্কার হওয়া পর্যন্ত দু'আ এবং যিকিরে লিপ্ত থাকবে।

৬) ভালভাবে সকাল প্রকাশিত হওয়ার পর মিনার দিকে যাত্রা করবে। মিনাতে পৌঁছে বড় জামারায় ৭টি পাথর নিক্ষেপ করবে। প্রতিটি পাথর নিক্ষেপের সময় আল্লাহু আকবার উচ্চারণ করবে। পাথরগুলো বুটের দানার মত হওয়া চাই।

পাথর নিক্ষেপের পর কুরবানীর পশু জবাই করবে। অতঃপর মাথা মুণ্ডন করবে অথবা চুল খাট করবে। তবে মুণ্ডন করা উত্তম। মহিলাগণ এক আঙ্গুল পরিমাণ খাটো করবে। পাথর নিক্ষেপ এবং মাথা কামানো বা চুল খাটো করার পর স্ত্রী সহবাস ব্যতীত সবকিছু হালাল হয়ে যাবে। একে তাহাল্লুলে আওয়াল (প্রথম হালাল) বলা হয়।

www.alislaah.com

অতঃপর মক্কায় গিয়ে তাওয়াফে যিয়ারত তথা হজ্জের ফরজ তাওয়াফ করবে। তাওয়াফের পর উমরাহর সাঈর ন্যায় সাঈ করবে। কিন্তু এবারের তাওয়াফে রমল বা ইজতেবা করবে না। তাওয়াফে কুদূম ব্যতীত অন্য কোন তাওয়াফে রমল ও ইজতেবা করা বৈধ নয়।

তাওয়াফ এবং সাঈ করার পর স্ত্রী সহবাস সহ সব কিছু হালাল হয়ে যাবে। মোট কথা দশ তারিখের কাজগুলো হচ্ছেঃ

১) বড় জামরায় পাথর নিক্ষেপ করা।
২) কুরবানীর পশু জবাই করা।
৩) মাথার চুল কামানো বা ছোট করা,
৪) তাওয়াফ এবং সাঈ করা।

সুন্নাতী নিয়ম হল, দশ তারিখের উল্লেখিত কাজগুলো ধারাবাহিকভাবে করা। ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে না পারলে এবং একটির পূর্বে অন্যটি করলে কোন অসুবিধা নেই।

৭) মিনাতে যুল হাজ্জ মাসের ১১ ও ১২ তারিখের রাত্রি যাপন করবে।

৮) এই দুই দিন যাওয়াল অর্থাৎ সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে যাওয়ার পর তিন জামরায় পাথর নিক্ষেপ করবে। প্রথমে ছোট জামরায় আল্লাহু আকবার বলে পরপর ৭টি পাথর মারবে। পাথর মারা শেষে ভীড় থেকে বের হয়ে এসে কিবলামুখী হয়ে হাত তুলে দু'আ করবে। অতঃপর প্রথমটির মতই দ্বিতীয় জামরায় পাথর নিক্ষেপ করবে এবং দু'আ করবে। পরিশেষে বড় জামরায়

দশ তারিখের ন্যায় ৭টি পাথর নিক্ষেপ করবে। এখানে পাথর নিক্ষেপের পর দু'আর জন্য দন্ডায়মান হবে না।

৯) যুল হাজ্জের ১২ তারিখে ১১তারিখের ন্যায় তিন জামারায় কঙ্কর নিক্ষেপ করার পর ইচ্ছা করলে চলে যেতে পারবে। ইচ্ছা করলে ১৩তারিখে পাথর মারার জন্য অপেক্ষা করতে পারবে। আর এটাই উত্তম। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এটাই করেছেন। এতে রয়েছে অতিরিক্ত ছাওয়াব। দুই দিন পাথর মেরে যদি চলে আসতে চায়, তবে ১২ তারিখে সূর্য অস্ত যাওয়ার পূর্বেই মিনার সীমানা থেকে বের হয়ে আসতে হবে।

মিনাতে অবস্থানকালে বেশী বেশী যিকির ও তাকবীর পাঠ করবে। আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

﴿وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ﴾

"তোমরা আল্লাহকে স্মরণ কর নির্দিষ্ট দিনসমূহে"। (সূরা বাকারাঃ ২০৩) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ

ايَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرٍ لِلَّهِ

"মিনার দিনসমূহ পানাহার এবং আল্লাহর যিকিরের জন্য"।

বিদায়ী তাওয়াফঃ

হজ্জের সমুদয় কাজ সমাধা করে যখন বাড়ীতে ফেরার ইচ্ছা করবে, তখন কাবা ঘরে গিয়ে বিদায়ী তাওয়াফ করবে। দেশে যাত্রার পূর্বে সর্বশেষ কাজ যেন বিদায়ী তাওয়াফ হয়। দেশের উদ্দেশ্যে যাত্রার পূর্ব মুহূর্তে যদি মহিলার মাসিক রক্তস্রাব চলতে থাকে কিংবা সন্তান প্রসবোত্তর রক্ত প্রবাহিত হতে থাকে,

তাহলে উক্ত মহিলার জন্য বিদায়ী তাওয়াফ নেই। ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, মানুষকে সর্বশেষে বিদায়ী তাওয়াফের আদেশ দেয়া হয়েছে। তবে ঋতুবতী মহিলাকে এ থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে।[১]

জ্ঞাতব্যঃ

যুল হাজ্জ মাসের দশ তারিখে চারটি কাজ করতে হয়। কঙ্কর মারা, মাথার চুল কাটা, কুরবানী এবং কাবা ঘরের তাওয়াফ করা। এই চারটি কাজের প্রথম তিনটির দু'টি কাজ করার পর স্ত্রী সহবাস ব্যতীত সব কিছু হালাল হয়ে যায়। একে বলা হয় তাহাল্লুলে আওয়াল তথা প্রথম হালাল হওয়া। প্রথম হালাল হওয়ার পূর্বে যদি কেউ স্ত্রী সহবাসে লিপ্ত হয়, তাহলে হজ্জ বাতিল হয়ে যাবে এবং উপরোক্ত কাজগুলো ওয়াজিব হবে। আর যদি তাহাল্লুলে আওয়ালের পরে স্ত্রী সহবাসে লিপ্ত হয় তাহলে শুধু মাত্র উট জবাই করে হারাম এলাকার মিসকীনের মাঝে বন্টন করে দিলেই চলবে।

মদীনা ও মসজিদে নববী যিয়ারতঃ

মদীনা মুনাওয়ারা যিয়ারত করা হজ্জ বা উমরাহহর কোন অংশ নয়। মদীনায় না গেলেও হজ্জ বা উমরাহহর কোন ক্ষতি হবে না। যেহেতু পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চল থেকে মুসলমানগণ আল্লাহর ঘরের হজ্জ করার জন্যে মক্কায় আগমণ করে থাকেন

[1] - বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুল হজ্জ, হাদীছ নং- ১৭৫৫।

www.alislaah.com

আর বর্তমান কালের উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার মাধ্যমে মক্কা-মদীনার মধ্যবর্তী দূরত্ব অতিক্রম করা খুবই সহজ। তাই হজ্জ-উমরাহহকারীদের জন্য মদীনা যিয়ারত করা মুস্তাহাব। তবে স্মরণ রাখতে হবে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কবর যিয়ারতের নিয়তে মদীনা সফর করা বিদআত। মদীনা যাওয়ার সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মসজিদে নামায আদায়ের নিয়ত করবে। কেননা ছাওয়াব অর্জনের নিয়তে পৃথিবীর তিনটি মসজিদ ব্যতীত অন্য কোন মসজিদে ভ্রমণ করা বৈধ নয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ

تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ مَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِي وَمَسْجِدِ الْأَقْصَى

"তিনটি মসজিদ ব্যতীত অন্য কোন মসজিদের দিকে ভ্রমণ করা যাবে না। মসজিদুল হারাম তথা কাবার মসজিদ, আমার মসজিদ তথা মসজিদে নববী এবং মসজিদুল আকসা"। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেনঃ

«صَلاَةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلاَةٍ فِيمَا سِوَاهُ، إِلاَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ»

আমার এ মসজিদে আদায়কৃত একটি নামায মসজিদুল হারাম ব্যতীত অন্যান্য মসজিদে আদায়কৃত এক হাজার নামাযের চেয়েও উত্তম।[১]

[1] - বুখারী।

মদীনায় যাওয়ার পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মসজিদ যিয়ারত করার পর আরও চারটি স্থান যিয়ারত করা মুস্তাহাব। (১) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, আবু বকর এবং উমার (রাঃ)-এর কবর যিয়ারত করা। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কবরের পাশেই রয়েছে আবু বকর অতঃপর উমার (রাঃ)-এর কবর। (২) বাকী গোরস্থান। লোকেরা এটিকে জান্নাতুল বাকী বলে থাকে। মূলতঃ এ স্থানকে জান্নাতুল বাকী বলা ঠিক নয়। কারণ কুরআন ও সুন্নাহর কোথায়ও এ স্থানটিকে জান্নাতুল বাকী বলে উল্লেখিত হয়নি। সুতরাং জান্নাতুল বাকী বলা ঠিক নয়। (৩) কুবা মসজিদ যিয়ারত করা এবং সেখানে গিয়ে দু'রাকাআত নামায আদায় করা। মদীনায় হিজরত করে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রথমে এই মসজিদটি নির্মাণ করেন। তিনি কখনও পায়ে হেঁটে আবার কখনও বাহনে আরোহন করে কুবা মসজিদ যিয়ারত করতেন।[১] আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমার (রাঃ) বলেনঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রতি শনিবার কুবা মসজিদে গমণ করতেন। কুবা মসজিদে প্রবেশ করে নামায না পড়ে বের হওয়াকে তিনি অপছন্দ করতেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ

صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِ قُبَاءٍ كَعُمْرَةٍ

কুবা মসজিদে নামায আদায় করা উমরাহহ-এর সমান। অর্থাৎ একবার তাতে নামায আদায় করলে একবার উমরাহহ করার ছাওয়াব

1 - মুসলিম।

পাওয়া যাবে।[১] তিনি আরও বলেনঃ

صلاة في مسجد قباء تعدل عمرة

কুবা মসজিদে একটি নামায একটি উমরাহর-এর সমান।[২]

(৪) উহুদের শহীদ অর্থাৎ উহুদ যুদ্ধে যারা শহীদ হয়েছেন তাঁদের কবর যিয়ারত করা মুস্তাহাব।

এ ছাড়া মদীনায় যে সমস্ত ঐতিহাসিক স্থান রয়েছে সেখানে যাওয়াও জায়েয আছে। তবে এ সমস্ত স্থানে গিয়ে নামায আদায় করা, দু'আ করা সম্পূর্ণ বিদআত।

মসজিদে নববীতে এক নামায অন্য মসজিদের এক হাজার নামাযের সমান। তবে মসজিদে হারাম ব্যতীত। তাতে এক ওয়াক্ত পড়লে অন্য মসজিদে এক লাখ নামাযের সমান পাওয়া যায়। তাই নামাযের উদ্দেশ্যে মসজিদে নববী যিয়ারত করা বৈধ। এটা শুধু হজ্জের সময়ের সাথে সীমিত নয়। বরং সব সময় মসজিদে নববী যিয়ারত করা মুস্তাহাব।

মসজিদে নববী যিয়ারত না করলেও হজ্জ ও উমরাহহ হয়ে যাবে এবং হজ্জের বা উমরাহর ছাওয়াবের কোন কমতি হবে না। তবে মানুষেরা হজ্জের সফরের সাথে মসজিদে নববী যিয়ারত করে থাকে। যাতে এক সফরে দু'টি কাজ সমাধা হয়ে

---

[1] - দেখুন বায়হাকী ও অন্যান্য। ইমাম আলবানী (রঃ) হাদীছটিকে সহীহ বলেছেন। দেখুনঃ সহীহুত্ তারগীব। হাদীছ নং- ১১৮০।

[2] - দেখুন তিরমিজী এবং অন্যান্য।

www.alislaah.com

যায়। তা ছাড়া দূরের অধিবাসীদের জন্য মক্কা এবং মদীনার জন্য আলাদাভাবে সফর করা কঠিন।

মসজিদে নববীতে প্রবেশ করে প্রথমতঃ নামায আদায় করবে। অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কবরের কাছে গমণ করে বলবেঃ

السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّها النَّبِيُّ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ

উচ্চারণঃ আস্ সালামু আলাইকা আইয়্যুহান্ নাবীউ ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকআতুহু। অতঃপর দরূদ শরীফ পাঠ করবেঃ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

অতঃপর একটু সামনের দিকে অগ্রসর হয়ে আবু বকর (রাঃ)কে সালাম দিবে এই বলে যে,

السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا اَبَا بَكْرٍ خَلِيْفَةَ رَسُوْلِ اللَّهِ

উচ্চারণঃ আস্ সালামু আলাইকা ইয়া আবা বাকরিন খালীফাতা রাসূলিল্লাহ। অতঃপর আরও একটু সামনের দিকে অগ্রসর হয়ে উমার (রাঃ)এর উপর উপর সালাম দিবে এইভাবে যে,

السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ عُمَرَ

উচ্চারণঃ আস্ সালামু আলাইকা ইয়া আমীরাল মূমিনীন উমার।

অতঃপর পবিত্র অবস্থায় কুবা মসজিদে গিয়ে দু'রাকআত নামায আদায় করবে। তারপর মদীনার বাকী নামক গোরস্থান যিয়ারত করবে এবং সেখানে উছমান (রাঃ)-এর উপরে সালাম পেশ করবে এই বলে যে,

السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ عُثْمَانَ

উচ্চারণঃ আস্ সালামু আলাইকা ইয়া আমীরাল মূমিনীন উছমান। অতঃপর সেখানে দাফনকৃত সকলের জন্য মাগফেরাত ও রাহমাত কামনা করবে। তবে এখানে বিশেষভাবে বলে রাখা দরকার যে কেবল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, আবু বকর ও উমার (রাঃ)এর কবর সম্পর্কে জানা যাচ্ছে যে, এই কবরগুলো আয়েশা (রাঃ)এর ঘরের মধ্যে অবস্থিত। আর তা বর্তমানে মসজিদে নববীর পাশেই অবস্থিত। অন্যান্য কবরগুলোর স্থান নির্দিষ্টভাবে জানা সম্ভব নয়। বাকী গোরস্থানের মাঝখানে উছমান (রাঃ)এর কবর সম্পর্কে নির্দিষ্ট করে যা বলা হচ্ছে তাও অনুমান ভিত্তিক বলেই মনে হয়। আল্লাহই ভাল জানেন।

মদীনা যিয়ারতের সাথে উহুদের ময়দানে গিয়ে হামজাহ (রাঃ) এবং অন্যান্য শহীদদের কবর যিয়ারত করে তাদের জন্য দু'আ করা মুস্তাহাব। উহুদের শহীদদের কবর যিয়ারত করার সময় অন্যান্য কবর যিয়ারতের দুআই পাঠ করবে। আর তা হচ্ছে,

السَّلاَمُ عَلَيكُمْ أَهْلَ الدِّيارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ والمُسْلِمِينَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لاَحِقُونَ ، أَسْأَلُ اللَّه لَنَا وَلَكُمُ العافِيَةَ

উচ্চারণঃ আস্ সালামু আলাইকুম আহ্লাদ দিয়ারে মিনাল মুমিনীন ওয়াল মুসলিমীন। ইনশা-আল্লাহু বিকুম লাহিকূন। আসআলুল্লাহা লানা ও লাকুমুল আফিয়াহ্।[1]

উপরে উল্লেখিত স্থানসমূহ ব্যতীত মদীনার অন্য কোন স্থান যিয়ারত করা যায়েজ নয়। তবে মদীনার ঐতিহাসিক স্থানগুলোতে যাওয়া ও তা দেখা দোষের কিছু নয়। কিন্তু যিয়ারতের নিয়তে ও ছাওয়াবের আশায় গমণ করা জায়েয নয়।

–ঃ সমাপ্ত ঃ-

[1] - সহীহ মুসলিম।